গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ।

১. ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় ক্ষতি ৬,০৮,৩২৯ টাকা।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং-২৩৯৭-বিডি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত ফরেষ্ট রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের (বন অধিদপ্তর অংশ) এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ০৮-০৮-২০০১ হইতে ২৯-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে নিম্ন বর্ণিত অফিস সমূহের রেকর্ডপত্র হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, পরামর্শক, ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর বিল হইতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৬,০৮,৩২৯.৫০ টাকা কর্তন করা হয় নাই। যাহা আয়কর অধ্যাদেশ ৮৪ এবং ভ্যাট আইন বিধি'৯১ অনুযায়ী কর্তনযোগ্য ছিল। ইহার ফলে সরকারের ৬,০৮,৩২৯.৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। অফিস ওয়ারী কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়করের হিসাব নিম্নে দেখানো হইল।

অফিসের নাম	ভ্যাট	আয়কর	মোট (২+৩)	উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
১) প্রকল্প পরিচালক, এফ আর এম পি (এফ ডি অংশ) মহাখালী, ঢাকা।	১,৮৬,১৪৮.৫২	১,৪৬,৩৪১.৫১	৩,৩২,৪৯০.০৩	জনাব এ,বি,এম, জাওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক।
২) ডি এফ ও, ঢাকা ফরেষ্ট ডিভিশন, মহাখালী, ঢাকা।	১,৩১,৮৮২.০০	--	১,৩১,৮৮২.০০	জনাব আবু আকতার হোসেন খান, ডি এফ ও, ঢাকা।
৩) ডি এফ ও, চিটাগাং ফরেষ্ট ডিভিশন, চিটাগাং	২৫,০৮২.৪৭	--	২৫,০৮২.৪৭	জনাব আবু হানিফ পাটোয়ারী, ডি এফ ও, চিটাগাং
৪) এ সি সি এফ (সাধারণ) বন ভবন, ঢাকা।	১,১৮,৮৭৫.০০	--	১,১৮,৮৭৫.০০	জনাব ইউনুছ আলী এ সি সি এফ, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
	৪,৬১,৯৮৭.৯৯	১,৪৬,৩৪১.৫১	৬,০৮,৩২৯.৫০	

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেন নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১০-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করিয়া প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অনাদায়ী ভ্যাট ও আয়কর মাসিক ২% অতিরিক্ত কর সহ সেবা মূল্য পরিশোধকারীর নিকট হইতে আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

২. <u>সরবরাহকারীর নিকট থেকে আয়কর কম কর্তন করায় ৫১,৮৬০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।</u>

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সিডার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ১৯৯৮-২০০১ সালের হিসাব ৯-০৮-২০০১ হইতে ১৪-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, মেসার্স নাভানা লিঃ কে গাড়ী সরবরাহ বাবদ১,০৩,৭২,০০০ টাকার বিল প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- জারাবো/কর-৭/আঃ আঃ বি/০১/২০০০ তাং-২৭-০৭-২০০০ মোতাবেক ৩% হিসাবে ৩,১১,১৬০ টাকা আয়কর কর্তনযোগ্য ছিল। তদস্থলে কর্তৃপক্ষ ২.৫% হিসাবে ২,৫৯,৩০০ টাকা কর্তন করিয়াছেন। ফলে সরবরাহকারীর নিকট হইতে (৩,১১,১৬০ – ২,৫৯,৩০০) = ৫১,৮৬০ টাকা কম কর্তন করা হয়। ইহাতে সরকারের ৫১,৮৬০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে জনাব শেখ এনায়েত উল্লাহ, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উপথাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করে নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১০-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া আয়কর কম কর্তনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ২% হারে অতিরিক্ত কর সহ সেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৩. <u>কম্পিউটার এবং অন্যান্য এক্সেসরিজ মন্ত্রণালয়কে প্রদান করায় প্রকল্পের ১,২৭,১৫০ টাকা আর্থিক অনিয়ম।</u>

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ঋণ চুক্তি নং-২৩৯৭ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্ত বায়িত ফরেষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৯-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) বন ভবন, মহাখালী, ঢাকার কার্যালয়ে বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে ১,২৭,১৫০ টাকা মূল্যের কম্পিউটার এবং অন্যান্য এক্সেসরিজ সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) কার্যালয়ের পত্র নং-প্রবস্(নি)-১৩-৫৩৬/২০০১/২৩২০(১)(১) তাং-০৯-০৫-২০০১ মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন । বিস্তারিত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

১)	কম্পিউটার ১ (এক) টি	৬৪,৯০০ টাকা।
২)	লেজার প্রিন্টার ১ (এক) টি	৪১,৭৫০ টাকা।
৩)	ইউপিএস ১ (এক) টি	১১,৪৫০ টাকা।
৪)	ভোল্টষ্ট্যাভিলেজার ১ (এক) টি	৪,৮৫০ টাকা।
৫)	টেবিল ১ (এক) টি	৪,২০০ টাকা।
		মোট = ১,২৭,১৫০ টাকা।

ফলে প্রকল্পের মোট ১,২৭,১৫০ টাকার আর্থিক অনিয়ম হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব ইউনুছ আলী, সহাকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) আর্থিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করে নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১০-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হইতে আদায় পূর্বক প্রকল্প তহবিলে জমা করিয়া প্রমাণক সহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অনিয়মিত ভাবে প্রকল্পের মালামাল মন্ত্রণালয়কে প্রদানের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও বিষয়টি নিয়মিত করা আবশ্যক।

৪. **মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গাড়ী ব্যবহার করায় জ্বালানী ও মেরামত বাবদ প্রকল্পের ৮,২১,৫৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ঋণ চুক্তি নং-২৩৯৭ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্ত বায়িত ফরেষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৯-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) বন ভবন, মহাখালী, ঢাকার কার্যালয়ে বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ৬ টি গাড়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার হইতেছে। উক্ত গাড়ী সমূহের জ্বালানী ও মেরামত বাবদ নিরীক্ষাধীন সালে প্রকল্পের মোট ৮,২১,৫৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের বহির্ভূত কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রকল্পের ৮,২১,৫৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে জনাব ইউনুছ আলী, সহাকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) আর্থিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করে নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১০-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং প্রকল্পের গাড়ি অনিয়মিত ভাবে ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত আপত্তিকৃত অর্থ এবং গাড়ী চালকের বেতন ভাতা, গাড়ীর যাবতীয় খরচ নির্ণয় পূর্বক আদায় করিয়া প্রকল্পের হিসাবে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণক সহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

প্রকল্পের গাড়ী অনিয়মিত ভাবে প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৫. <u>ঠিকাদারের নিকট হইতে আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,১৮,৮৭৫ টাকা।</u>

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ঋণ চুক্তি নং-২৩৯৭ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ফরেষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৯-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) বন ভবন, মহাখালী, ঢাকার কার্যালয়ে বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য ৩৯,৬২,৫০০ টাকার ওয়াকি টকি এবং বেজ এন্ড আরটি সেট ক্রয় করা হয়। যাহার জন্য সরবরাহকারী মেসার্স বি এফ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কে মোট ৩৯,৬২,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে ৩% হারে আয়কর বাবদ মোট ১,১৮,৮৭৫ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু কোন টাকাই আদায় করা হয় নাই। ফলে সরকারের ১,১৮,৮৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে জনাব ইউনুছ আলী, সহাকারী প্রধান বন সংরক্ষক (জেনারেল) আর্থিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করে নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের হয় পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১০-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং আপত্তিকৃত অর্থ ঠিকাদার/দায়ি ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করিয়া প্রমাণক সহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্তব্য সহ জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া আয়কর আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অনাদায়ী রাজস্ব মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত কর সহ সেবা মূল্য পরিশোধকারীর নিকট হইতে আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৬. <u>প্রকল্পের কাজের বাহিরে ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী খাতে ব্যয়ের জন্য ২,৭২,৯৪০ টাকা ক্ষতি</u>।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এডিবি লোন নং-১৩৫৩ ব্যান (এস এফ) এর সাহায্যপুষ্ট বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৯-০৮-২০০১ হইতে ১৪-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা এর অফিস এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ চট্টগ্রামের অফিস এর ক্যাশ বুক, বিল ভাউচার ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত নয় এমন গাড়ীর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী ক্রয়ের জন্য ২,২৮,১৩৫ টাকা ক্ষতি ।

অডিটকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে, জিপনং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-০৭৫১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পুলিশ প্রটেকশনের কাজে এবং জিপ নং ঢাকা-মেট্রো-ঘ-১১-০১১৭ চেয়ারম্যান ষ্টাডিং কমিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ক্রমিক নং	গাড়ী নং	গাড়ী ব্যবহারের সময়	খরচের খাত	টাকা
১	১১-০১১৭	আগষ্ট ২০০০ হইতে মে ২০০১ নভেম্বর ২০০০ হইতে এপ্রিল ২০০১	মেরামত জ্বালানী	৪৪,৮০৫ ৫৫,১৩০
২	১১-০৭৫১	আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০০০ এবং জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ২০০১ নভেম্বর ২০০০ হইতে এপ্রিল ২০০১	মেরামত জ্বালানী	৯৯,৫০০ ৭৩,৫০৫
				২,৭২,৯৪০

উক্ত সময়ে মিঃ ইউনুচ আলী, এসিসিএফ(জি) ডিডিও হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনুচ্ছেদটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় উহার আশু নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৩-১০-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমাদানের স্বপক্ষে প্রমাণক সহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৭. **পূর্ত কাজ সম্পন্ন না করিয়া ৫,১৪,৪৯৮ টাকা চূড়ান্ত বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করা জনিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১৩৫৩ ব্যান(এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব ৫-৯-২০০০তারিখ হইতে ১০-১০-২০০০ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়,উপকুলীয় বন বিভাগ,লক্ষীপুর এ নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার , নগদানবহি ও অন্যান্য দলিলাদি হইতে দেখা যায় যে, ভাউচার নং-৩৩ তাং-২৮-৬-২০০০ (৫ম ও চূড়ান্ত বিল) এর মাধ্যমে ঠিকাদার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কে ৫,১৪,৪৯৮ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে। উক্ত বিল বিস্তারিতভাবে নিরীক্ষা কালে দেখা যায় যে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণের নিমিত্ত উক্ত চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হইয়াছে। সেই মোতাবেক বাসভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন দেখাইয়া চূড়ান্ত বিল দাখিল ও ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু নথিপত্র যাচাইকালে তদারকী পরামর্শক কর্তৃক, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র/কার্য সম্পাদনপত্র পাওয়া যায় নাই। উপরন্ত বাস্তব যাচাইকালে (Spot Physical Verification) দেখা যায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণের কাজ তখনও চলিতেছিল। কিন্তু নথিপত্রে উক্ত বাসভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে দেখাইয়া চুক্তিকৃত মূল্য বাবদ মোট ১৯,৬৯,০০০ টাকার চূড়ান্ত বিল প্রণয়ন ও উত্তোলন করা হয়।উক্ত বিলের মধ্যে চূড়ান্ত বিলের দাবীর পরিমাণ ৫,১৪,৪৯৮ টাকা। নথিপত্রে ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়া সরকারী কোষাগার হইতে ৫,১৪,৪৯৮ টাকা উত্তোলন করা হইযাছে।

জনাব সামছুল আলম,বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সময়ে উক্ত বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় আপত্তিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিগত ২৬-১২-২০০০ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। ইহার পরও জবাব না পাওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে পুনরায় ৩০-৭-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তারিখে তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্তেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপিকোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে অসম্পূর্ণ পূর্ত কাজ সম্পূর্ণ দেখাইয়া সরকারী অর্থ উত্তোলনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতি নির্ণয় পূর্বক আদায় করা আবশ্যক।

৮ **প্রশিক্ষণ বাবদ ১১,৬৩,৪৬৫ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।**

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১৩৫৩ ব্যান(এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব ৫-৯-২০০০ তারিখ হইতে ১০-১০-২০০০ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়,পটুয়াখালী এ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, নগদানবহি ও অন্যান্য দলিলাদি যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাবদ অনিয়মিতভাবে ১১,৬৩,৪৬৫ টাকা বিভিন্ন এনজিও কে প্রদান করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিস্তারিতভাবে নিরীক্ষাকালে নিম্ন বর্ণিত অনিয়মগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ঃ-

১) যে স্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম/ঠিকানা এনজিও কর্তৃক দাখিল করা হয় নাই।
২) প্রশিক্ষণ সূচী ও প্রশিক্ষকগণের নাম, পদবী দাখিল করা হয় নাই।
৩) এনজিও নিয়োজিত শর্টলিষ্ট প্রদান করা হয় নাই।
৪) কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিও এর রেজিঃ নম্বর পাওয়া যায় নাই।
৫) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচ নং এবং প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা উল্লেখ নাই।
৬) প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা বিলের সঙ্গে দাখিল করা হয় নাই।
৭) সর্বোপরি ঋণ চুক্তির বিধানমতে এনজিওদের নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে সেই মর্মে কোন দলিলাদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অডিটে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই।

জনাব জালাল আহমেদ, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সময়ে উক্ত বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় আপত্তিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিগত ২৬-১২-২০০০ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। ইহার পরও কোন জবাব না পাওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে পুনরায় ৩০-৭-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্তেও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপিকোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও খরচের সমর্থনে উল্লিখিত তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৯. **ক্রয়কৃত ১,৬৫,৭৬৮ টাকার মালামালের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকায় ক্ষতি।**

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আইডিএ লোন নং-২৮১৫ বিডির অর্থায়নে বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা (বি,এফ,আর,আই, কম্পোনেন্ট) প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব ২৯-১১-২০০০ তারিখ হইতে ০৭-১২-২০০০ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের অফিসে অডিট করা হয়। অডিটকালীন সময়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বীজ বাগান বিভাগ দপ্তরে নগদান বহি ও বিল/ভাউচার হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, জুন/২০০০ মাসে পলিব্যাগ, বৈদ্যুতিক চার্জার লাইট ক্রয় ও ফরম ছাপা বাবদ ১,৬৫,৭৬৮ টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু উক্ত মালামালগুলি ষ্টক রেজিষ্টার লেজার এর সংশ্লিষ্ট পাতায় লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় নাই। এমন কি যাচাইকালে ও উক্ত মালামালগুলি বাস্তবেও পাওয়া যায় নাই। মালামালগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মালামালগুলি আদৌ ক্রয় করা হয় নাই।

উক্ত সময়ে ডঃ এ এফ এম আক্তারুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় আপত্তিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিগত ০২-০১-২০০১ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। ইহার পরও কোন জবাব না পাওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে পুনরায় ৩০-৭-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্তেও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপিকোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

বিষয়টি তদন্ত করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

১০. (ক) **ভ্যাট ও আয়কর আদায় না করায় এবং কম মূল্যে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় করায় ৩১,৭০১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং ২৩৯৭ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ফরেষ্ট রিসোর্চ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এর ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাব ৩০-৮-৯৯ হইতে ০৬-১০-৯৯ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে (ক) পরিচালক জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা এর ক্যাশ বুক এবং বিল নং-১ তাং ০১-০৮-৯৮ হইতে দেখা যায় যে, মেসার্স ডিজাইন লিঃ বাড়ী নং-৪৫, রোড নং-৯৪, ধানমন্ডি কে পরামর্শ ফি বাবদ ১,৬০,৯৭০ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১২/মূশক/৯৬ তাং ৩০-১১-৯৬ উপেক্ষা করিয়া পরামর্শক ফি হইতে ৫.২৫% হারে ৮,৪৫১ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয় নাই।

উক্ত সময়ে জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

(খ) প্রকল্প পরিচালকের অফিসের ক্যাশ বুক হইতে দেখা যায় যে, মিঃ মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, স্থানীয় পরামর্শককে অডিট বৎসরে পরামর্শ ফি বাবদ মোট ২,০৮,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এ অনুযায়ী ১০% হারে আয়কর বাবদ ২০,৮০০ টাকা কর্তন যোগ্য ছিল। কিন্তু উহা কর্তন করা হয় নাই।

(গ) বন অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারী আদেশ নং-এমএফ/বি-৪/আইই/৪৮(২)/৮৬/৩০৯/১(৪) তাং-১২-১১-৮৭ কে উপেক্ষা করে নির্ধারিত মূল্য হারের চেয়ে কম মূল্য হারে দরপত্র বিক্রি করায় সরকারের ২,৪৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। বিস্তারিত নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

টেন্ডার নং তাং	নির্দ্ধারিত দর	বিক্রয় দর	কম দর	বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা	ক্ষতির টাকা
১৪ তাং৩০-৪-৯৮	৭৫০	৪০০	৩৫০	৫	১,৭৫০
১৬ তাং৪-৩-৯৯	৭৫০	৪০০	৩৫০	২	৭০০
				মোট	২,৪৫০

উক্ত সময়ে জনাব আলাউদ্দিন বিশ্বাস, পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় ১৩-১২-৯৯ইং তারিখে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অনিয়মটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২১-০৫-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তারিখে তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্তেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-০৯-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া আয়কর আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অনাদায়ী রাজস্ব মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত কর সহ সেবা মূল্য পরিশোধকারীর নিকট হইতে আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

১১. সিডিউলে বর্ণিত কাজের পরিমান বৃদ্ধি না পাইলেও এম, এস , রড বেশী ব্যবহার দেখাইয়া ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় ৯৮,৮৫৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ জনিত ক্ষতি ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং-২৩৯৭ বিডি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ফরেষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এর ১৯৯৮-৯৯ইং সালের হিসাব ৩০-৮-৯৯ইং ৬-১০-৯৯ইং পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে ডি, এফ, ও, ঢাকা কার্যালয়ের ক্যাশবুক, বিল এবং এম, বি হইতে দেখা যায় যে, বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদার মেসার্স কামাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসকে বন ভবনের এনেক্স বিল্ডিং এর ২য় তলার উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ কাজের জন্য সিডিউলে বর্ণিত ২১.৪৭ মেঃ টন এম এস, রড এর স্থলে ২৪.৮২ মেঃ টন এম, এস, রড বাবদ (আইটেম নং-০৬) ৯৮,৮৫৮.৫০ টাকা, (ভাউচার নং-১/ফেব্রু/৯৯ইং) এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, আর সি, সি কাজ সিডিউলের চেয়ে অতিরিক্ত করা না হইলেও এম, এস, রডের ব্যবহার বেশী দেখানো হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

সম্পাদিত আর, সি, সি, কাজ (আইটেম সহ)	চূড়ান্ত বিলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ	সিডিউল অনুযায়ী কাজের পরিমাণ	সিডিউল অনুযায়ী এম.এস রডের পরিমাণ	ব্যবহৃত এম.এস রডের পরিমাণ	অতিরিক্ত রড	অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা
৫(এ) ইন কলাম	১২.৫০ ঘঃ মিঃ	১২.৫০ ঘঃ মিঃ	২১.৪৭ মেঃ টন	২৪.৮২ মেঃ টন	৩.৩৫ মেঃ টন	৯৮,৮৫০
৫ (বি) বীম	২০.০০ ঘঃ মিঃ	২০.০০ ঘঃ মিঃ				
৫ (সি) ষ্টেয়ার কেস	৫,০০ ঘঃ মিঃ	৫.০০ ঘঃ মিঃ				

আরসিসি কাজ বৃদ্ধি না পাওয়া সত্বেও ৩.৩৫মেঃ টন (২৪.৮২-২১.৪৭) এম, এস রড (@ ২৯,৫১০ টাকা) এর বিপরীতে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধিত ৯৮,৮৫০.৫০ টাকার কোন বাস্তবতা নাই। ফলে ৯৮,৮৫০.৫০ টাকা প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব এ বি এম, জাওয়ার হোসেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় ১৩-১২-৯৯ইং তারিখে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অনিয়মটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২১-০৫-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তারিখে তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-০৯-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

উল্লিখিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় পূর্বক সরকারী খাতে জমা করা আবশ্যক।

১২. পি,পি বহির্ভূত ২৬,২৩,৭২৬ টাকা খরচ করায় আর্থিক অনিয়ম।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং-২৩৯৭ বিডি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ফরেষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাব ৩০-০৮-৯৯হইতে ৬-১০-৯৯ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্পের বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের অফিস হইতে দেখা যায় যে, ১৯৯৮-৯৯ইং সালে পিপি বহির্ভূতভাবে নিম্ন বর্ণিত আইটেমের বিপরীতে ২৬,২৩,৭২৬ টাকা খরচ করা হয়।

S.L.	Head of expenditure	Amount
1	Purchase of Single Cabin Pickup	11,45,000
2	Water.	40,665.12
3	Telephone.	83,919.99
4	Holding Tax	88,932.71
5	Construction of vertical extension of two unit office assistance quater.	12,65,208
	Total	26,23,725.82

উক্ত সময়ে মিঃ আলাউদ্দিন বিশ্বাস, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উথাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় ১৩-১২-৯৯ইং তারিখে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অনিয়মটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২১-০৫-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জবাবের জন্য ১৪-০৮-২০০১ তারিখে তাগিদ দেওয়া হয়। এতদসত্তেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-০৯-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

পিপি বর্হিভূত উক্ত খরচের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে অনিয়মিত খরচের টাকা আদায় করা আব্যশক।